দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১...

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা খাতের তুলনায় শিক্ষাবহির্ভূত খাতে ব্যয় অনেক বেশি

॥ নিজামুল হক বিপুল ॥

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত খাতের চেয়ে শিক্ষা বহির্ভূত খাতে ব্যয় বেশি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, এতে করে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান অর্জন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি খরচের মাত্র ১৪ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যবহার করছে। বাকি ৮৬ শতাংশ শিক্ষক, কর্মচারী ও অন্যদের বেতন-ভাতা, পেনশন, বিদ্যুৎ, পরিবহন ইত্যাদি খাতে ব্যয় করছে।

২০০৪-০৫ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ভাতাদি খাতে খরচ হয়েছে মোট ব্যয়ের ৬৬ শতাংশ। বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগ বেতন-ভাতাদি খাতে খরচের পর অবশিষ্ট যা, তা হতে অপরিহার্য প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ১৯ শতাংশ মিটিয়ে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে অতি সামান্য ১৫ শতাংশ ব্যয় হচ্ছে। কমিশন জানায়, বেতন-ভাতাদির ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে কমিশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি বা আপগ্রেডেশনের জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা না মেনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিজস্ব সিদ্ধান্তে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন দেয়া। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের উপর বর্ধিত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্রাতিরিক্ত পদোন্নতির ফলে উচ্চপর্যায়ে অবসরগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখা যায়, অবসরকালীন ভাতা, প্রাপ্য ছুটি নগদীকরণ ও অন্যান্য পরিশোধ বাবদ বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়। দেশের ৬টি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও পেনশনের (১৪শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

(তৃতীয় পৃঃ পর)

হার বৃদ্ধি, ১০০ ভাগ পেনশন সমর্পণ এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেনশন গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছর বৃদ্ধির ফলে পেনশনের খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য সরকারের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি আসছে।

এছাড়া ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ২১টির কার্যক্রম চলছে তার সবগুলোতেই নিয়ম ভাঙ্গার অভিযোগ রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ খাতেও খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষক, কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত কারণেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের স্নেহভাজন শিক্ষক-কর্মকর্তারা সরকারি কাজ দেখিয়ে ব্যক্তিগত কাজে মাত্রাতিরিক্ত গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন।

নিজস্ব আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে এসব বিশ্ববিদ্যালয় কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে কমিশন মনে করে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব আয় বৃদ্ধির বিষয়ে শুধুমাত্র বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

মাঝে মধ্যে তা ও আবার ছাত্র আন্দোলনের কারণে সফল হয় না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শুধুমাত্র ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা না করে অন্য দিকেও নজর দেয়া উচিত। ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ৫০৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকা পৌনঃপুনিক মঞ্জুরি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৪ কোটি ৫৬ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়।